সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত প্রাথমিক ক্রেডিট ইউনিয়ন সমূহের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন বিষয়ক অনেক গুলো শিক্ষা সেমিনার এবং সম্মেলন আয়োজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ক্রেডিট ইউনিয়নের উক্ত কার্যক্রম এক সময়ে এসে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের তৎকালীন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ থিউটনিয়াস গমেজ, সিএসসি-এর অনুপ্রেরণায় এবং স্বর্গীয় হিলারিয়াস রোজারিও-এর উদ্যোগে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সুইহারী ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে পুনরায় ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়, যা বর্তমানে সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। স্বর্গীয় হিলারিয়াস রোজারিও-কে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্প্রসারণ কাজে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন কাল্‌ব-এর তৎকালীন ফিল্ড অর্গানাইজার মিঃ রবার্ট গমেজ, স্বর্গীয় ফিলিপ বিশ্বাস এবং কারিতাস-দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক মিঃ বার্নাড কোড়াইয়া।

(জ) ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আওতাধীন বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, লক্ষীপুর ক্যাথলিক মিশনের তৎকালীন পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার সুবাস কস্তা, ওএমআই-এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং কাল্‌ব-এর তৎকালীন শিক্ষা কর্মকর্তা মিঃ মিলন আই, গমেজের উদ্যোগে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঐ সময়ে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারণ কাজে সার্বিকভাবে যারা সহায়তা করেছেন তাদের মধ্যে লক্ষীপুর ক্যাথলিক মিশনে রিজেন্সিতে থাকাকালীন তৎকালীন ব্রাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ (বর্তমানে ফাদার), লক্ষীপুর মিশন স্কুলে তৎকালে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত মিঃ প্রবীন আরেং, তৎকালীন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র মিঃ প্রণুয়েল আরেং, মূরইছড়া পুঞ্জির অনিল মন্ত্রী, লুটিঝুরি পুঞ্জির যতিশ মন্ত্রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার ঃ

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা অল্প পরিসরে বলে শেষ করার মত নয়। কেননা অনেক ব্রতধারী, ব্রতধারিণী এবং সাধারণ খ্রীষ্টভক্ত বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে স্ব-উদ্যোগে কাজ করেছেন, যাদের নাম হয়তো কোথাও উল্লেখ নেই। তবে এই লেখায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন কখন, কোথায় এবং কার উদ্যোগে শুরু হয়েছিল, তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে একটি কথা ধ্রুব সত্য যে, খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু এবং এর সম্প্রসারণের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সন-তারিখ এবং ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন নিবেদিত সমবায়ী ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু মতানৈক্য থাকতে পারে অথবা অনেকের নাম এই লেখার মধ্যে সঠিকভাবে উল্লেখ নাও থাকতে পারে। তাছাড়া লেখার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। তবে একটি কথা উল্লেখ্য যে, লেখার সময় বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং অনেক প্রকাশনা থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তারপরও যদি এই লেখার মধ্যে কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি এবং তথ্যের গড়মিল অথবা অসামঞ্জস্যতা থেকে থাকে, তার জন্য সকল পাঠক-পাঠিকার নিকট সবিনয়ে ক্ষমা-প্রার্থী।

তথ্য সূত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

০১। বিগত ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাল্‌ব-এর ১০ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত কাল্‌ব সমাচারের বিশেষ সংখ্যা - প্রকাশনায় ঃ দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব)।

০২। বিনিময় ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রশিক্ষণ সহায়িকা - প্রকাশনায় ঃ কারিতাস-বাংলাদেশ।